সমকাল

তারিখ ... 13 AUG 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ২ ...

ঠাকুরগাঁওয়ে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের সংঘর্ষে আহত ২৫

■ ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধি

কমিটি গঠনের বিরোধের জের ধরে ও ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কর্মসূচি পালনকে কেন্দ্র করে ঠাকুরগাঁওয়ে জেলা ছাত্রলীগের দু'গ্রুপের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া, ইটপাটকেল নিক্ষেপ এবং সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। বুধবার দুপুর ১২টায় শহরের চৌরাস্তায় এ ঘটনা ঘটে। এতে উভয়পক্ষের কমপক্ষে ২৫ জন আহত হয়েছেন। পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে প্রথমে লাঠিচার্জ ও পরে ৬ রাউন্ড রাবার বুলেট নিক্ষেপ করে। তবে সংঘর্ষ নিয়ে পরস্পরকে দোষারোপ করেছে ছাত্রলীগের দু'পক্ষ।

সম্প্রতি ঠাকুরগাঁও জেলা ছাত্রলীগের কমিটি গঠনের পর থেকে বঞ্চিত ও পদপ্রাপ্তরা দুটি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে পড়েন। গত কয়েক দিন আগে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ সারাদেশে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার নিয়ে বিদেশে পালিয়ে থাকা যুদ্ধাপরাধীদের অবিলম্বে দেশে ফিরিয়ে এনে বিচার করার দাবিতে আলোচনা, সভা ও স্মারকলিপি পেশের কর্মসূচি ঘোষণা করে। এ কর্মসূচি পালন করতে সম্প্রতি কেন্দ্র ঘোষিত নবগঠিত ছাত্রলীগের কমিটি বুধবার বেলা সাড়ে ১১টায় শহরের সরকারপাড়া থেকে একটি মিছিল বের করে। এ সময় তারা কেন্দ্র ঘোষিত কর্মসূচি অনুসারে যুদ্ধাপরাধীদের দেশে ফিরিয়ে এনে বিচার করার দাবিতে জেলা প্রশাসক বরাবর স্মারকলিপি পেশ করে। পরে দুপুর ১২টায় তারা জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে মিছিল নিয়ে চৌরাস্তায় পৌছলে ছাত্রলীগের একাংশের কমিটির নেতাকর্মীরা তাদের মিছিলে ধাওয়া করে। এ সময় উভয়পক্ষের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া ও ইটপাটকেল নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে। এর এক পর্যায়ে ছাত্রলীগের দু'পক্ষই লাঠিসোটা নিয়ে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এতে উভয়পক্ষের কমপক্ষে ২০ জন আহত হন। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে লাঠিপেটা করে উভয়পক্ষকে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। এতে আরও ছাত্রলীগের ৫ নেতাকর্মী আহত হন। পরে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা পুলিশের ওপর ইটপাটকেল ছুড়লে তারা রাবার বুলেট ছোড়ে। এ সময় ছাত্রলীগ কর্মীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যান। পরে পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পরে ছাত্রলীগের নেতাকর্মী ও স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করেন।

ঠাকুরগাঁও সদর থানার ওসি একেএম মেহেদি হাসান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, কর্মসূচি পালন নিয়ে দু'গ্রুপে দফায় দফায় সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এ সময় পুলিশ লাঠিপেটা করে তাদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়।

ঠাকুরগাঁও ছাত্রলীগের নবগঠিত একাংশের জেলা কমিটির সভাপতি জিএম সিরাজী মিজান জানান, ছাত্রলীগের অবৈধ কমিটির সভাপতি রনি ও তাদের ছেলেরা আমাদের ছাত্রলীগ কর্মীদের ওপর হামলা চালাচ্ছে। তারা মিছিল থেকে আমাদের নেতাকর্মীদের ওপর ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে।

ঠাকুরগাঁও জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি মাহবুব হোসেন রনি জানান, অছাত্র ও অননুমোদিত কমিটির ছেলেরা আমাদের কেন্দ্র ঘোষিত কর্মসূচিতে বাধা দেওয়া চেষ্টা করে। পরে তারা সফল না হলে কর্মসূচি শেষে ফেরার পথে হামলা চালায় আমাদের মিছিলে।